ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস চাকরি করেন পোস্টমাস্টারের

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক তারকা ইমরুল কায়েস এখন মেহেরপুরের উজলপুর ডাকঘরের কাগজে-কলমে কর্মচারী। তার মাসিক সম্মানী মাত্র চার হাজার চারশত নব্বই টাকা। কিন্তু যে ডাকঘরে তিনি কর্মরত বলে সরকারি রেকর্ডে দেখা যায়, সেই অফিসের অস্তিত্বই মেলে না বাস্তবে।

বিষয়টি জানাজানি হতেই মেহেরপুর জুড়ে শুরু হয়েছে আলোচনা- সমালোচনা। অনেকে অবাক হয়ে বলছেন, জাতীয় দলের ক্রিকেটার কি সত্যিই সাড়ে চার হাজার টাকার সরকারি চাকরিজীবী? নাকি এটি প্রভাব খাটিয়ে নেওয়া এক নামমাত্র নিয়োগ?

উজলপুর গ্রামে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক চিঠি ও নথিপত্র ফেরত যাচ্ছে প্রেরকের কাছে। ফয়সাল নামের একজন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার ভিসা সংক্রান্ত কাগজ পাননি, সে চিঠি আবার যুক্তরাষ্ট্র ফেরত গেছে। আবার কেউ চাকরির সাক্ষাৎকারের ডাক হারিয়েছেন। এমন অভিযোগ পেয়ে সরজমিনে উজলপুর গ্রামে গেলে দেখা যায়, গ্রামটিতে ডাকঘরের কোনো অস্তিত্বই নেই। কোথাও কোনো সাইনবোর্ড নেই, নেই পোস্ট অফিসের কোন চিহ্ন।

চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করতেই কেউ বললেন, এই এলাকায় তো কোনো পোস্ট অফিস নাই। অন্য কেউ বললেন, ইমরুল কায়েসের বাবা ও দাদা নাকি আগে কাজ করতেন।সে সময় তাদের বাড়িতেই ডাকঘর ছিল। এখন কে বা কারা কাজ করছে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা নাই।

মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের রেকর্ডে দেখা যায়, উজলপুর ডাকঘরে ইমরুল কায়েস ও আব্দুল জলিল ইডিএ পদে এবং রাজু আহমেদ ইডিএমসি পদে কর্মরত। কিন্তু গ্রামের মানুষ জানে না, তারা কারা বা কোথায় আছেন। জলিল নামে একজন চিঠি বিলি করতেন, পরে তিনি বিদেশে চলে গেছেন বলে জানা যায়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইমরুল কায়েস বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার একটি ক্রিকেট একাডেমিতে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন।

মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের পোস্টমাস্টার জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘চার-পাঁচ বছর হলো ইমরুল কায়েস ডাক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

বিস্তারিত জানতে হলে বিভাগীয় ডাক পরিদর্শকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে ইমরুল আমাদের এলাকার ছেলে, তারকা ক্রিকেটার, মেহেরপুরের গর্ব। তাকে নিয়ে নেতিবাচক কিছু না লিখলেই ভালো।’

বিভাগীয় ডাক পরিদর্শক অলক কুমার বিশ্বাস মুঠোফোনে প্রতিবেদককে বলেন, ‘২০২১ সালে তৎকালীন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ডিও অনুযায়ী ইমরুল কায়েসকে উজলপুর ডাকঘরের ইডিএ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। মাসিক সম্মানী ৪৫০০ টাকা। এটি লাভজনক কোনো পদ নয়।’

তবে প্রশ্ন থেকেই যায়, যে ডাকঘর বাস্তবে নেই, সেখানে কীভাবে সরকারি নিয়োগ কার্যকর থাকে?

অস্ট্রেলিয়া থেকে মুঠোফোনে ইমরুল কায়েস বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন প্রতিবেদকের সাথে। তিনি ডাক বিভাগে তার সম্পৃক্ততা এবং সাম্প্রতিক সময়ে চিঠি ফেরত যাওয়ার বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে নেন।

তিনি বলেন, ‘গ্রাম পোস্টমাস্টারদের কাজ চিঠি বিলি করা না। আমি পোস্ট অফিসের অনুরোধে তাদের সাথে আমার নামটি যুক্ত করেছি, যাতে বাংলাদেশের ডাক বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি চিঠি ফেরত যাওয়ার বিষয়টি পোস্টম্যানের ভুল, আমার নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘জলিল সাহেব এখন ওমরাহ করতে সৌদি আরব অবস্থান করছেন। দেশে ফিরলেই সমস্যা সমাধান করবেন।’
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখব, সত্যতা মিললে প্রয়োজনীয় করণীয় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করা।’

স্থানীয়রা বলছেন, ইমরুল কায়েস দেশের একজন সফল ক্রিকেটার, তার পরিবারও প্রভাবশালী। ইমরুলের শ্বশুর জহুরুল ইসলাম মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। এছাড়াও তিনি দেশের শীর্ষ একজন ঠিকাদার ও পরিবহন ব্যবসায়ী। তাদের অনেকেরই প্রশ্ন, গ্রামের কোনো দরিদ্র ছেলেকে এই পদে সুযোগ না দিয়ে এমন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়াটা কতটা ন্যায্য?

উল্লেখ্য, ইমরুল কায়েসের দাদা কায়েম বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া থেকে পঞ্চাশের দশকে মেহেরপুরে এসে বসতি গড়েছিলেন। তার দাদা ও পিতার দুজনেই দুপুরবে গ্রাম পোস্টমাস্টার হিসাবে কাজ করেছেন। তার পিতা বনি আমিন বিশ্বাস ২০২০ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

তবে, যে গ্রামে ডাকঘরের অস্তিত্বই নেই, যেখানে কর্মচারীরা দেশের বাইরে, সেই অফিসের মূল পদে একজন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার, এই নিয়োগ কতটা নিয়মতান্ত্রিক আর কতটা প্রভাবের ফল, সেটিই এখন মেহেরপুর জুড়ে আলোচনার বিষয়।

সমন্বিত ৯ ব্যাংকে বড় নিয়োগ, পদ ১০১৭

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে ‘সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)’ পদে ১০১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগ্রহীরা আগামী ১০ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ ব্যাংক

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)

পদ সংখ্যা: ১,০১৭টি

সোনালী ব্যাংক পিএলসি ১১৮টি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি ২০০টি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি ৭৫টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ২১টি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৩৯৮টি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ০৬টি, কর্মসংস্থান ব্যাংক ১৮টি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৩৭টি, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ১১৪টি, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ১৫টি এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ১৫টি ।

বেতন স্কেল: জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ স্কেল এবং তৎসহ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

ক)স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর

ডিগ্রি অথবা চার বছর মেয়াদী স্নাতক /স্নাতক(সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে।

খ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে ন্যূনতম ০২(দুই) টিতে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

গ) কোন পর্যায়েই ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।

বয়স: ০১/০৭/২০২৫ তারিখে সকল প্রার্থীর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর ২০২৫, রাত ১১:৫৯টা।

আলমডাঙ্গায় ব্যাংকের চাকরি প্রত্যাশীদের মানববন্ধন

ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত অদক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবিলম্বে ছাঁটাই এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা আলতা মোড়ে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম এবং বৈষম্যবিরোধী চাকরিপ্রত্যাশী পরিষদের যৌথ আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ব্যাংক লুটেরা ও মাফিয়া চক্র হিসেবে পরিচিত এস আলম গ্রুপের প্রভাবে ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকে বিপুলসংখ্যক অদক্ষ কর্মকর্তা অবৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছেন। এর ফলে ব্যাংকিং খাতের

পেশাগত মান ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং মেধাবী চাকরিপ্রত্যাশীরা বঞ্চিত হয়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, অবিলম্বে এসব অবৈধ নিয়োগ বাতিল করে স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার মোবাইল ব্যবসায়ী বিল্লাল হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. সুরুজ আলী (মেডিসিন ব্যবসায়ী), ভুসিমাল ব্যবসায়ী আজিজুল হক এবং একতারুজ্জামানসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

আয়োজকরা জানান, এ আন্দোলন দেশের ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহত থাকবে।

অভিজ্ঞতা ছাড়াই লোকবল নেবে দারাজ

ইন্টার্ন হিসেবে ৩০ জনকে নিয়োগ দেবে অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড। আগ্রহীরা এ মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। বয়স অবশ্যই আঠেরো বছর বা তার বেশি হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড

পদের নাম: ইন্টার্নশিপ

পদসংখ্যা: ৩০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়

বেতন: ১০,০০০ টাকা

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের সময়সীমা: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।

সুত্র: যুগান্তর ।

মেহেরপুরে ১২০ টাকায় স্বপ্ন পূরণ, পুলিশে চাকরি পেলেন ৯ জন

মেহেরপুরে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে ১২০ টাকা আবেদন ফি দিয়ে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৯ জন। ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন আরও দুইজন।

কনস্টেবল পদে উত্তীর্ণ এসব পুরুষদের নিয়ে শুক্রবার বিকেল ৫টায় মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে মতবিনিময় সভা করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

এ সময় কনস্টেবল পদে চাকরি চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। শতভাগ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ ৯ জন প্রার্থীর অনেকে তাদের মতামত প্রকাশের সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

এসব প্রার্থীর মধ্যে অনেকেই ভ্যানচালক ও কৃষকের সন্তান, অনেকেই আবার অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। তারা শতভাগ স্বচ্ছতা, মেধা ও নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়ে নিয়োগ-সংশ্লিষ্ট সবার ও বাংলাদেশ পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

চাকরি পাওয়া মো: অমিত হাসান বলেন, আমার বাবা একজন কৃষক। আমি দীর্ঘ চারটা মাঠ করার পর তিনবার ভাইভা দিয়েছি। এবার আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে মা-বাবার দোয়ায় ১২০ টাকার বিনিময়ে আমি পুলিশ কনস্টেবল পদে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েছি। আমি কোন দালাল চক্রের সাথে যোগ দিইনি, নিজের যোগ্যতায় চাকরি

পেয়েছি।

অমিত হাসানের বাবা বলেন, আমি একজন কৃষক। পরিবারের চারজন সদস্য নিয়ে সংসার চালানো খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার বড় ছেলে অমিত চাকরি পেয়েছে এতে আমি ও আমার পরিবার খুব খুশি।
আমার ছেলে ১১টা মাঠ করেছে, শেষ পর্যন্ত নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছে। এটা বড় ব্যাপার, কোনরকম টাকা-পয়সার লেনদেন করা লাগেনি। সর্বপ্রথম আমি আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই। এরপর ধন্যবাদ জানাই এসপিকে, কারণ তিনি কোন রকম দুর্নীতি না করে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি দিয়েছেন।

মো: মাহফুজ আলী বলেন, আমার আব্বু একজন ভ্যান চালক। ভ্যান চালিয়ে আমাদের দুই ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ চালিয়েছেন। আমার আব্বু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের মানুষ করেছেন। আমি নিজের যোগ্যতায় ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে উত্তীর্ণ হয়েছি। পরিবারের পাশে এবং একজন সৎ, যোগ্য পুলিশ হয়ে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই।

মাহফুজ আলীর ভ্যানচালক বাবা বলেন, আমি একজন ভ্যান চালক। ভ্যানের উপর বাদাম ভেজে বিক্রি করে দুই সন্তানকে পড়াশোনা করাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুবই আনন্দিত আমার ছেলেকে নিয়ে। আজ সে নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছে। আমার ছেলে বলেছে, তার প্রথম বেতন আমার হাতে তুলে দেবে। আমার ইচ্ছা, সেই প্রথম বেতনটা আমি মসজিদে দিব।

মো: রুমান ইসলাম বলেন, আমার বাবা একজন কৃষক। আব্বু-আম্মুর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমার চাকরিটা পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য খুব প্রয়োজনীয় ছিল। চাকরিটা পেয়ে আমি ও আমার পরিবার অনেক খুশি। চাকরিটা আমি নিজ যোগ্যতায় পেয়েছি, কোন টাকা-পয়সা বা লেনদেন ছাড়াই। চাকরিটা পেয়েছি শুনে সবার আগে বাবার কথা মনে পড়েছে, কারণ বাবা অনেক কষ্ট করে আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, আমরা বাংলাদেশ পুলিশ বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে পরিবর্তিত নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে সুনামের সাথে সারা দেশব্যাপী স্বচ্ছতার সাথে ট্রেইনি রিক্রুমেন্ট কনস্টেবল (টিআরসি) সম্পন্ন করে এসেছি। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ এ এ পর্যায়ে টিআরসি রিক্রুমেন্ট কনস্টেবল সম্পূর্ণ হলো।

তারা নিয়োগ পেয়েছেন, তারা তাদের যোগ্যতা, মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন। মাঠ পর্যায়ে কাজের মাধ্যমে তাদের

দক্ষতার প্রমাণ আপনারা দেখতে পাবেন বলে আশা করি। মেহেরপুরবাসী, সাংবাদিকগণ ও সাধারণ জনগণ সর্বদা পুলিশকে সহযোগিতা করে এসেছেন। আপনাদের সহযোগিতার ফলে আজকে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আর কোন দালাল চক্রের টাকা-পয়সা লেনদেনের মতো কোন সংবাদ বা তথ্য আমরা পাইনি। যদি কখনও এরকম তথ্য পাওয়া যায় অবশ্যই আমরা তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব।

সরকারি চাকরি বিধি লঙ্ঘন করে রাজনীতিতে চঞ্চল!

সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়ালেন জহির হোসেন চঞ্চল। তিনি মুজিবনগর সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের একজন প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং চলতি বছরের ৩০ মার্চ তিনি প্রাক-নিয়মিত অবসর (পিআরএল) গ্রহণ করেন। পিআরএলে যাওয়ার মাত্র দুই মাসের মাথায় তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর আমঝুপি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

গতকাল মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরাপাড়া গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে।

সরকারি কর্মচারী আচরণবিধিমালা ১৯৭৯-এর ২৫(১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো সরকারি কর্মচারী রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে বা কোনোভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়া ৩২ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে, এই বিধিমালার কোনো ধারা লঙ্ঘন শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

এ বিষয়ে জহির হোসেন চঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “আমি ২০২৫ সালের ৩০ মার্চ অবসরে গিয়েছি। যেহেতু অবসরে আছি, তাই রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছি। তবে চাকরি বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, সেটা ভেবে দেখিনি।”

উপজেলা পর্যায়ের এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানান, পিআরএল শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেকোনো সরকারি কর্মচারীকে সরকারি চাকরি বিধি মেনে চলতে হয়। সে হিসেবে, পিআরএল চলাকালীন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিধি লঙ্ঘনের শামিল এবং এর জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মুজিবনগর সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন বলেন, “পিআরএলে থাকাকালীন রাজনীতিতে অংশ নেওয়ায় কোনো বাধা নেই। আগে আরপিএল থাকাকালে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য ছিল।”

তবে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, “পিআরএলে থাকা অবস্থায় একজন সরকারি কর্মচারী সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পান। তাই ওই সময় কেউ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন না।”

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে চাকরির মেলা

কারিগরী ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন নতুন ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের চাকরির সুযোগ করে দিতে ঝিনাইদহে দিনব্যাপী “জব ফেয়ার” শীর্ষক চাকরি মেলা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৩০ এপ্রিল) সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ক্যাম্পাসে ঝিনাইদহ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন এই মেলার উদ্বোধন করেন ।

এ সময় ঝিনাইদহ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. আনিচুর রহমান মৃধা, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ কাজল, মডার্ণ ফার্মাসিটিক্যালস’র প্রতিনিধি এবিএম জাহাঙ্গীর হোসেন, জিএম আলমগীর হোসেন, আইডিইবির সভাপতি ইয়াসিন আলী, শৈলকুপা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সামায়ন হোসেন, ঝিনাইদহ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক হাদিউজ্জামান, আবু সাইদ, মনির হোসেন ও হুমায়ন কবীর, মনিরুজ্জামন উজ্জাল প্রমুখ

উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের ১১টি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ গ্রহন করে। অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে, জোহান ড্রিম ভ্যালি, জোহান এগ্রো ফুড, সিও, সৃজনী ফাউন্ডেশন, ওয়ালটন, এফএনএফ ফার্মাসিউটিক্যালস, সার্ফ এগ্রো, ফ্রিডম অ্যাডভান্সমেন্ট, আয়ান এন্টার প্রাইজ ও ই-লানিং এন্ড আর্নিং।

সকাল থেকে মেলাপ্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা যায়, চাকরিপ্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে সিভি জমা দিচ্ছেন। ই-মেইলে ও স্ক্যান করে সিভি নেওয়া হচ্ছে। চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো মোবাইল সার্ভিসিং, অটোমোবাইলম ফার্ম মেশিনারী, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল, আইটি ও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পদের জন্য সিভি জমা দিচ্ছেন।

ঝিনাইদহ ছাড়াও আশপাসের জেলা ও গ্রাম থেকে শত শত শিক্ষিত যুবক এসেছেনএ মেলায়। সাধুহাটী থেকে আসা আজমুস সাকিব জানান, তিনি অনার্স পড়ছেন। পাশাপাশি চাকরির জন্য জন্য মেলায় এসেছেন। তিনটি প্রতিষ্ঠানে তিনি সিভি দিয়েছেন।

ঝিনাইদহ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. আনিচুর রহমান মৃধা জানান, প্রতিষ্ঠানটি কারিগরী শিক্ষার একটি মডেল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজে কর্ম করে পরিবারে সচ্ছলতা আনতে পারেন।

তিনি জানান, ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় তিন’শ যুবক কারিগরী দক্ষতা অর্জন করে বিদেশে গেছেন। সম্প্রতি শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে ৪০ জন চিনে গেছেন। ব্রিটিশ আমলে এখানে যে ওয়ার্কসপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই বলেও অধ্যক্ষ জানান।
এদিকে সকাল থেকেই মেলায় চাকরিপ্রার্থীরা আসতে থাকেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভিড় বাড়তে থাকে মেলা প্রাঙ্গনে। মেলায় ১০/১২ হাজার চাকরিপ্রার্থী নিবন্ধন করতে পারেন বলে আয়োজকরা মনে করছেন।

এছাড়া মেলা আয়োজনের পাশাপাশি দুপুরে জর ফেয়ার সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঝিনাইদহ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. আনিচুর রহমান এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জোহান এ্যগ্রো ফুড প্রডাক্ট প্রাঃ লিঃ এর নির্বাহী পরিচালক মোয়াজ্জেম হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ বিসিক এর ডেপুটি ম্যানেজার সেলিনা রহমান, আইডিইডি’র সভাপতি ইয়াসির আলী, ইন্সেটেকটর সামায়ন হোসেন, আ.স.ম আহসান উল্লাহ প্রমূখ।

ঝিনাইদহে জাল সনদে চাকরির অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষক ইয়াসির আরাফাতের বিরুদ্ধে দেড় দশক ধরে জাল নিবন্ধন সনদে চাকরি করার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্থানীয়রা।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর শৈলকুপা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষক পদে যোগদান করেন ইয়াসির আরাফাত। সে সময় যোগ্য প্রার্থী থাকা স্বত্তেও ক্ষমতার বলে জাল সনদ দিয়েও চাকরি পেয়ে যান আরাফাত।

অভিযোগের বিষয়টি অস্বীকার করে শিক্ষক আরাফাত হোসেন বলেন,‘পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বরতরা আমাকে যাচাই-বাছাই করে চাকরি দিয়েছেন।’

শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমি ওই সময় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলাম না। এজন্য বিষয়টি আমি জানি না।’

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপিত ও শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা রানী দাস বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে পরে বিস্তারিত জানাতে পারবো।’

আলমডাঙ্গায় সনদ জালিয়াতি করে লাইব্রেরিয়ানের চাকরি !

আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গ্রন্থগারিক (লাইব্রেরিয়ান) শিক্ষক কুলছুম খাতুনের বিরুদ্ধে ভুয়া সনদে চাকুরির অভিযোগ উঠেছে। তিনি পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলার বাসিন্দা। গত ১৮ অক্টোবর ২০১০ সালে তিনি ৮ লাখ টাকা বিনিময়ে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ২০১৯ সালের ২৪ শে জানুয়ারি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কতৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) যাচাইয়ে ওই গ্রন্থগারিক (লাইব্রেরিয়ান)’র শিক্ষিকার সনদ জালিয়াতি ধরা পড়ে। তবে অভিযুক্ত লাইব্রেরিয়ানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কতৃপক্ষ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক (লাইব্রেরিয়ান) শিক্ষক পদে কুলছুম খাতুন ২০১০ সালের ৫ অক্টোবর নিয়োগ লাভ করেন। একই বছরের ১৮ অক্টোবর তিনি স্কুলে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ২০১০ সালেই তিনি এমপিওভুক্ত হন।

কিন্তু অবশেষে এটিআরসিএর জালে আটকে যায় ভুয়া সনদধারী ওই শিক্ষিকা। সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা হলে এনটিআরএ যাচাই প্রতিবেদনে ওই শিক্ষিকার নিবন্ধন সদনটি জাল ও ভুয়া বলে এনটিআরসি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তার এইচএসসি ভুয়া সনদে উল্লেখ করা হয়েছে কুলছুম খাতুন পিতা কাইউম উদ্দীন খাঁন। এছাড়াও সনদে সাথিয়া ডিগ্রি কলেজ ব্যবহার করা হয়। যার রোল নম্বর ১২১৯৯৪ ও রেজিষ্টেশন নম্বর ৮৫৬৫৭৬/১৯৯৫-৯৬। উচ্চমাধ্যমিক ওয়েব-সাইটে যাচাইয়ের চেস্টা করা হলে ভুল নম্বর বলে ব্যর্থ রিপোর্ট দেয়।

এদিকে, জাল সনদে চাকরিরত গ্রন্থাগারিক শিক্ষিকা কুলছুম খাতুন এমপিওভুক্তির পর দীর্ঘ ১২ বছর অবৈধপন্থায় সরকারি বেতন-ভাতা ভোগ করছেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ভুয়া ওই শিক্ষিকা এখনো স্বপদে রয়েছেন বহাল-তবিয়তে। এছাড়াও তিনি গত

২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ৬ মাসের মাতৃত্ব কালীন ছুটি নেন। সে গর্ভবতী না হয়েও ভুয়া মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে সরকারি সুযোগসুবিধা ভোগ করেন।

নাম না প্রকাশ শর্তে স্কুলের অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা দাবি করেন, বিগত দিন কুলছুম খাতুন প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামানের নিকটতম আত্নীয় হবার সুবাদে নিয়োগ পায়। বিগত শিক্ষিকা কুলছুম নিজেকে সাবেক জামায়াতের আমির ও যুদ্ধাপরাধী মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী মতিউর রহমান নিজামীর ভাগ্নে পরিচয় দেয়। প্রধান শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ হবার কারণে সহকারি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে বিরুপ আচরণ করে প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মনিরুজ্জামান জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত। তবে এনটিআরসির লিখিত নির্দেশনা না আসায় এখনো ভুয়া সনদধারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। নির্দেশনা হাতে পেলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। অভিযুক্ত গ্রন্থাগারিক শিক্ষিকা কুলছুম খাতুনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে সম্ভব হয়নি।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফজলুল হক জানান, কিছুদিন পূর্বে আমি দায়িত্ব গ্রহন করেছি। ভুয়া সনদে নিয়োগের বিষয়ে জানি না। এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলেই তদন্তের মাধ্যমে আসল রহস্য জানা সম্ভব হবে।

৫০ টাকা খরচে চাকরি পেলেন বুলবুলি

মেধাবী ছাত্রী বুলবুলি খাতুন। লেখাপড়া করার সময় পরিবার ও প্রতিবেশি সকলেই বলেছিল আজকাল টাকা ছাড়া চাকুরি মেলেনা। লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। কিন্তু বিয়ের পিড়িতে বসেনি বুলবুলি। বড় ভাইয়ের সামান্য রোজগারের টাকায় সংসার চালিয়ে ছোট বোনকে লেখাপড়া শিখেছে।

মাষ্টার্স পাশ করে মাত্র ৫০ টাকা খরচ করে আবেদন করে চাকরি পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সে। সকলেই এখন বুলবুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের দিনমজুর আজিজুল হকের মেয়ে বুলবুলি । পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আয়া পদে চাকরি পেয়ে দিনমজুর পিতা মাতা ও বড় ভাইয়ের পরিশ্রম স্বার্থক করে মুখ উজ্জল করেছেন। চাকরি করে হাল ধরেত চান সংসারের। শুধু বুলবুলি নয় , মাত্র ৫০ টাকা খরচ করে চাকরি পেয়েছেন মেহেরপুরের আরও তিনজন।

আজ (৭ ডিস্মেবর) বুধবার দুপুরে জেলা পরিবার করিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে তারা নিয়োগপত্র গ্রহন করেন। তারা নিয়োগ পত্র হাতে পেয়ে আনন্দে কেঁদেছেন।

জানাগেছে , গাংনীর চেংগাড়া গ্রামের দিনমজুর আজিজুল হকের চার ছেলে মেয়ের মধ্যে বুলবুলি ছোট। বৃদ্ধ বাবা মা বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছেন। বৃদ্ধ হওয়ায় আজিজুল আর কাজ কর্ম কিছুই করতে পারেননা। বড় ভাই বুদু আলির শ্রম বিক্রির সামান্য আয়ে চলে তাদের সংসার। বুলবুলি ছোট বেলা থেকেই মেধাবী। পড়াশুনার প্রতি তার মনোনিবেশ ও আগ্রহ দেখে একমাত্র ভাই স্বপ্ন দেখেন অন্য দু ’ বোনের বিয়ে হয়ে গেলেও ছোট বোন বুলবুলিকে লেখাপাড়া করিয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। বুদু মিয়া দিন মজুরের কাজ করে সংসার চালিয়ে বোনের লেখা পাড়ার খরচ যোগাতেন। ভাইয়ের প্রতিজ্ঞা বোনের লেখাপড়া শেষ হলে তার পর বিয়ে করবেন। আজ তাদের সে স্বপ্ন পুরুন হয়েছে।

বুলবুলি স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করে মেহেরপুর সরকারি কলেজে ভর্তি হয়। এখান থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স শেষ করে মাষ্টার্স পাশ করে। সব পরীক্ষাতেই সে ভাল ফলাফল বয়ে আনে। কিন্তু দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে টাকা ছাড়া চাকরি হবেনা ভেবে হতাশায় দিন কাটাচ্ছিলেন। স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষকের পরামর্শে ২০২১ সালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে মাত্র ৫০ টাকা খরচ করে আয়া পদে চাকুরির জন্য অনলাইনে আবেদন করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে লিখিত পরিক্ষায় অংশ গ্রহনের সুযোগ পান। ২৫ নভেম্বর ২০২২ ইং তারিখে লিখিত পরিক্ষায় প্রয়োজনীয় নম্বর পান বুলবুলিসহ মোট ১৬জন প্রার্থী।

২৯ নভেম্বর মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মৌখিক পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হলে সেখানেও সে ভাল ফলাফল করে। ১৬ জন প্রতিযোগীদের মধ্যে ৪জন চাকরি প্রত্যাশীকে নিয়োগের জন্য চুড়ান্ত করা হয়। বুলবুলিকে জানানো হয় সোনার হরিণ নামক সেই চাকুরি হওয়ার

সুসংবাদ। সংবাদ শূনেই চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলেন না বুলবুলি। শুধূ বুলবুলি নয় , জেলায় বিনা খরচায় চাকুরির জন্য উক্ত পদে নিয়োগ পেয়েছেন মেহেরপুরের রিকতা খাতুন , নাজমুন্নাহার ও তাসমেরি খাতুন। আজ বুধবার দুপুরে তারা নিয়োগ পত্র হাতে পান। নিয়োগ পত্র পেয়ে উক্ত পরিবারের মধ্যে যেন আনন্দের শেষ নেই। তাদের চোখেও আনন্দের অশ্রু।

বুলবুলি খাতুন জানায় , আমাদের অভাবের সংসার। খেয়ে না খেয়ে লেখাপড়ার করেছি। আমার বড় ভাই সংসার চালিয়ে লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছেন। গ্রামের অনেকেই অনেক কথা বলে ভাইয়ের কান ভাঙ্গিয়েছে। তবুও আমার ভাই দিনমজুরের কাজ করে আমাকে লেখাপাড়া করিয়েছেন। আমিও আমার ভাইয়ের স্বপ্ন পুরুন ও শ্রমকে মুল্যদিয়ে লেখাপড়া করেছি। মাষ্টার্স পাশ করার পর হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। শুনতাম টাকা ছাড়া নাকি চাকরি হয়না। আমার টাকা পয়সা দেয়ার সাধ্য বা স্বামর্থ কোনটাই নেই। এক শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে চাকুরির জন্য আবেদন করেছিলাম। ভাবতাম আমার পরিক্ষার জন্য হয়তো ম্যাসেজ পাবনা। কারন আমাদের টাকা ও নাই , আবার সুপারিশ করার মত কেই নাই। হঠাৎ দেখি আমার কাছে লিখিত পরিক্ষায় অংশ গ্রহনের জন্য ম্যাসেজ আসে। আমি লিখিত পরিক্ষা দিয়ে ৭০ নম্বর পেয়েছি বলে জানতে পারি। পরে মৌখিক পরিক্ষায় অংশ নিয়ে ৩০ নম্বর পেয়েছি বলে তালিকা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়েছে কারো সাথে টাকা পয়সা লেনদেন না করার জন্য। বিনা পয়সায় চাকরি হয়েছে আমার। আমার মত অনেকেই আছে যারা মেধাবী। টাকা পয়সা খরচ করার স্বামর্থ নেই। আমার চাকুরির মধ্যদিয়ে প্রমাণীত হলো টাকা ছাড়া আমাদের দেশেও সরকারি চাকরি হয়। জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ সকল শিক্ষার্থীকে মেধাবী করতে সহায়তা করবে।

বুলবুলি আরও জানায় , মেহেরপুর জেলা প্রশাসক বিনা খরচে বিনা ঘুষে চাকরি দিয়ে একটি দৃষ্টান্ত তৈরী করলেন । বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার যে ভুমিকা নিয়েছে তা আরো তরন্বিত হবে।

বুলবুলির পিতা আজিজুল হক জানান , আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার ছেলের উপার্জনেই আমাদের সংসার চালিয়ে মেয়ে বুলবুলির লেখা পড়া করিয়েছে। গ্রামের অনেকেই বলেছে মেয়েকে এতো বেশি পাড়ালেখা করিয়ে কি হবে বিয়ে দিয়ে দাও। কিন্তু আমার ছেলে তা না করে পাড়ালেখা করিয়েছে। বিনা খরচে চাকরি পেয়েছে আমার মেয়ে। জেলা প্রশাসক সহ সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানায় এমন ভাবেই যেন মেধাবীরা মুল্যায়িত হয়। ঘুষ ছাড়ায় চাকরি এটা প্রমাণ করে দিল আমার মেয়ে।

বৃদ্ধা জাহানারা আমি বৃদ্ধা হয়েছি। সংসারের তেম কাজকর্ম করতে পারিনি। সংসারের সব কাজ শেরে লেখা পড়া করেছে আমার মেয়ে। চাকরি হওয়ার কথা শুনে আমি অবাক হয়েছি। আমাদের মত গরিবের মেয়ের বিনা টাকায় চাকরি হয়েছে এরজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জেলা প্রশাসকের দীর্ঘায়ু কামনা করেন বুলবুলির মা বৃদ্ধা জাহানারা বেগম।

বুলবুলির বড়ভাই বুদু মিয়া জানান , অনেক বাধা বিপত্তি উৎরিয়ে বুলবুলিকে লেখাপড়া করিয়েছি। গ্রামে বসবাস করে বোনকে বিয়ে না দিয়ে লেখা পড়া করাতে গিয়ে অনেকেই অনেক কটু কথা বলেছে। পরের মেয়ে ঘরে আনলে বোনের লেখাপাড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমন ভাবনায় আজো বিয়ে করিনি। আমার বোন আজ বিনা টাকায় চাকুরি পেয়ে আমার শ্রমকে স্বার্থক করেছে। আমি সরকার ও ডিসি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

প্রতিবেশি ঝর্ণা খাতুন ও মাবিয়া জানান , বিনা টাকায় চাকুরি মেলে এমন কথা ভাবতেই পারছিনা। প্রতিবেশিরা যায় বলুক না কেন মন দিয়ে লেখাপড়া করলে আমাদের দেশেও ঘুষ ছাড়া চাকুরি হয়। আমাদের নতুন করে আশা জাগিয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, ঘুষ আর দুর্নীতি থেকে দুরে থাকতে সকল চাকরি প্রত্যাশিদের বারবার বলা হয়েছে। নিজের মেধা আর যোগ্যতা থাকলে চাকরি মানুষকে খুঁজে বেড়াতে হয়না। জেলা প্রশাসক স্যারের নির্দেশনা ছিল দালালদের খপ্পরে যেন কেউ না পড়েন। সে বিষয়টি আমরা সার্বক্ষনিক মনিটরিং করেছি। বুলবুলি আজ আমাদের দৃষ্টান্ত। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারে বেড়ে ওঠা একটি মেয়ে মেধার ওপর ভিত্তি করে সরকারি চাকুরি হেয়েছে। সে ভবিশ্যতে আরো ভাল কিছু করবে। তিনি আরও বলেন মেয়েদের বাল্য বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া করানোর জন্য প্রতিটি পরিবারের উদ্যোগী হওয়া উচিৎ। তাহলে বুলবুলির মত অনেকেই চাকরি করে সংসারের হাল ধরতে পারবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড . মুনসুর আলল খান বলেন , মানুষের ধারনা বদলে দিতে চাই। দেশ বদলেছে। মানুষও বদলিয়েছে। কোন রকম অবৈধ লেনদেন ছাড়াই মেধাবীরা চাকুরি পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের এটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত গাংনীর বুলবুলি। ভালভাবে লেখাপাড়ায় মনোনিবেশ করলে চাকুরির জন্য টাকা লাগেনা। আমি জেলা প্রশাসক হিসেবে সকল চাকুরির ক্ষেত্রে এ ধারা অব্যাহত রাখতে দৃড় প্রতিজ্ঞ।